বাংলাদেশ: ১৯৭১-এর ধ্বংসযজ্ঞের বিচারের অনন্য সুযোগ
সুবিচার নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন আরো পদক্ষেপ

মে ১৯, ২০১১, নিউ ইয়র্ক – বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ১৯৭১ সালে পরিচালিত ধ্বংসযজ্ঞের জন্য দায়ীদের বিচারের মুখোমুখি করার যে পদক্ষেপ বাংলাদেশ সরকার নিয়েছেন, তা নির্যাতনের শিকার মানুষের জন্য সুবিচার বয়ে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে এক বহু প্রতীক্ষিত উদ্যোগ বলে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ আজ জানিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে লিখিত এক চিঠিতে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এক্ষেত্রে একটি সফল আইনগত এবং বিচার প্রক্রিয়ার প্রতি তার জোরালো সমর্থন ব্যক্ত করেছে।

আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইনের আওতায় এ পর্যন্ত সাতজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে যদিও তাঁদের বিরুদ্ধে এখনও কোনো সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আনা হয়নি। এঁদের পাঁচজন বাংলাদেশ জামাত-এ-ইসলামী দলের সদস্য। জামাত সম্পর্কে সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে দলটি স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার বিপক্ষে ছিল। বাকি দু'জন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের সদস্য। এঁদের মধ্যে একজন বাদে বাকিদের জামিন নাকচ হয়েছে। জামিন হয়েছে কেবল ৮২ বছর বয়সী একজন অভিযুক্তের যাঁকে হুইলচেয়ারে চলাফেরা করতে হয়। ইনি দেশ ছেড়ে যাবেন না মর্মে নিজের পাসপোর্ট প্রশাসনের কাছে জমা দিয়েছেন। তাঁকে তাঁর ছেলের জিম্মায় জামিন দেওয়া হয়েছে।

"বাংলাদেশ সরকার ১৯৭১ সালের ধ্বংসযজ্ঞের জন্য দায়ীদের বিশ্বাসযোগ্য বিচার প্রক্রিয়ার মুখোমুখি করার মধ্যে দিয়ে আইনের শাসনের প্রতি তাঁদের দায়বদ্ধতা প্রমাণের অভূতপূর্ব সুযোগ পেয়েছেন," বলেছেন হিউম্যান রাইটস ওয়াচের এশিয়া বিভাগের পরিচালক ব্র্যাড অ্যাডামস। "তবে অত্যন্ত জটিল এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে নিঃসন্দেহে অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হবে। সবচেয়ে বড় বাধাগুলোর একটি হচ্ছে, ঘটনার ৪০ বছরের ব্যবধানে সাক্ষ্য যোগাড় করা এবং অপরটি বিচার প্রক্রিয়ায় প্রয়োগকৃত আইন ও কার্যপ্রণালী যাতে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন হয় তা নিশ্চিত করা যাতে করে এক্ষেত্রে সমালোচনার সম্মুখীন হতে না হয়।"

১৯৭১ সালের যুদ্ধ শুরু হয় জাতীয় নির্বাচনে পূর্ববঙ্গভিত্তিক আওয়ামী লীগের বিজয় লাভ করার পর। সামরিক শাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নেতৃত্বাধীন পাকিস্তানী শাসকবর্গ নির্বাচনের ফল মেনে নিতে অস্বীকার করে। ২৫শে মার্চ ১৯৭১ মধ্যরাত থেকে শুরু হয় অপারেশন সার্চলাইট। যার মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানে সৈন্যবাহিনী পাঠানো হয় আওয়ামী লীগের নেতৃবর্গকে গ্রেপ্তার ও প্রতিবাদ দমনের জন্য। পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ও তাদের সহযোগী দলগুলো সহিংস আক্রমণের সূচনা করে, যার অংশ ছিল বহু নারীর ধর্ষণ। যুদ্ধে মৃতের সংখ্যা তিন লাখ থেকে ৩০ লাখ পর্যন্ত মনে করা হয়ে থাকে। প্রায় এক কোটির মতো মানুষ ভারতে পালিয়ে গিয়েছিলেন। সে বছরের ডিসেম্বরে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের জন্ম হয়।

যুদ্ধে সংঘটিত ধ্বংসযজ্ঞের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭২ সালে নতুন সরকার বিশেষ ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭৩ সালে সংসদে আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন পাশ হয়। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে কখনও সেই বিচার সংঘটিত হতে পারেনি। ১৯৭১ এর নির্যাতন ও ধ্বংসযজ্ঞের জন্য বিচারের দাবির পেছনে এখনও

জনগণের যথেষ্ট সমর্থন রয়েছে এবং ২০০৮ সালে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রচারণার অংশ ছিল এটি। উলেস্নখ্য, পাকিস্থানের সঙ্গে সমঝোতার ফলে এ বিচার থেকে পাকিস্থানী সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা ও সাধারণ সৈন্যদের অব্যাহতি দিয়ে ফেরত দেওয়া হয়েছে।
হিউম্যান রাইটস ওয়াচের একটি প্রতিনিধি দল তাঁদের সাম্প্রতিক বাংলাদেশ সফরকালে আইনমন্ত্রী শফিক আহমেদ এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালের প্রসিকিউটর জিয়াদ আল মালুমের সঙ্গে সাড়্গাৎ করেছে। আইনমন্ত্রী বিচার প্রক্রিয়ার উন্নতিকল্পে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এবং অন্যদের পড়্গ থেকে আসা পরামর্শকে স্বাগত জানিয়েছেন। প্রসিকিউটর জানিয়েছেন তাঁর কার্যালয় থেকে প্রামাণ্য সাড়্গ্য সংগ্রহ এবং সম্ভাব্য সাড়্গীদের সাড়্গাৎকার গ্রহণ শুরম্ন হয়েছে।

"বাংলাদেশে সংঘটিত নির্যাতন এবং আক্রান্ত ব্যক্তির বিপুল সংখ্যার বিষয়টি সারা বিশ্বে গত চার দশক যাবৎ উপেড়্গিত থেকে গেছে," অ্যাডামস বলেছেন। "এটা আশার সংবাদ যে কর্মকর্তারা তাঁদের কাজের ড়্গেত্রে উন্নতির জন্য বিভিন্ন পরামর্শকে স্বাগত জানাচ্ছেন এবং তদন্ত ভালোভাবে শুরম্ন হয়েছে। সরকার এবং ট্রাইবুনাল যদি আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সঙ্গতি রাখার লড়্গ্যে কিছু বিষয়ের সমাধান করেন, তবে এ প্রচেষ্টা আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীর পূর্ণ সমর্থন পাবে।"

*হিউম্যান রাইটস ওয়াচ উলেস্নখ করেছে যে, সরকার ইতিমধ্যে ১৯৭৩ সালের আইনে গুরম্নত্বপূর্ণ কিছু সংশোধনী এনেছে। এসব সংশোধনীর মধ্যে রয়েছে ট্রাইব্যুনালে সামরিক বিচারকের পরিবর্তে বেসামরিক বিচারক নিয়োগের বিধান চালু এবং বিচারিক কর্মকা- সম্পাদনে ট্রাইব্যুনালের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ। এছাড়া ২০১০ সালে কার্যপ্রণালী (*rules of procedure*) অবলম্বনের ফলে ট্রাইবুনাল পূর্ণ উদ্যমে কাজ শুরম্ন করতে পেরেছে।*

*তবে, হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বলেছে আইন (*Act*) ও বিধি (*Rules*)-তে আরো কিছু সংশোধন আনা প্রয়োজন, যাতে করে এই বিচারকার্য আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে বাংলাদেশের যে দায়বদ্ধতা রয়েছে সেগুলোর সঙ্গে এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ আইন ও বাংলাদেশের সংবিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। ১৯৭৩ সালের আইন প্রণীত হয়েছিল সেসময়কার আন্তর্জাতিক মানদ- অনুযায়ী। কিন্তু আন্তর্জাতিক অপরাধ আইন ও এর অনুশীলন ইতিমধ্যে অনেক পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে গেছে। এ সময়ের মধ্যে বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক আদালতে সম্পন্ন বিচারকার্য থেকে আইনের দর্শন (*jurisprudence*) বিষয়ে গুরম্নত্বপূর্ণ মতামত ও পর্যবেড়্গণ এবং জটিল মামলা পরিচালনায় মূল্যবান অভিজ্ঞতা বেরিয়ে এসেছে। ট্রাইবুনালের বিচারকাজ যাতে আন্তর্জাতিক মানদ-ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তা নিশ্চিত করার ড়্গেত্রে যা বিবেচনায় নেওয়া অত্যন্ত জরম্নরি। এসব আদালতের অন্যতম সাবেক যুগোসস্নাভিয়া ও রোয়ান্ডার জন্য গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল, সিয়েরা লিয়নের জন্য গঠিত বিশেষ আদালত এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত বাংলাদেশযেখানে একটি রাষ্ট্রপড়্গ।*

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ তার এ চিঠিতে এসব সমস্যা সমাধানের জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশগুলো করেছে:

- *অপরাধের সংজ্ঞায় প্রয়োজনীয় সংশোধন এনে যুদ্ধাপরাধ, মানবতার বিরম্নদ্ধে অপরাধ এবং গণহত্যা বিষয়ে প্রাসঙ্গিক সংজ্ঞা অপরাধ সংঘটনকালে যেমন ছিল তাকে আরো স্পষ্ট করা,*
- *ট্রাইব্যুনালের গঠন এবং এর সদস্য নিয়োগের বিরম্নদ্ধে আপত্তি উত্থাপনের সুযোগ প্রদানের জন্য আইন সংশোধন*
- *যথাযথ প্রক্রিয়া বিষয়ে আসামীর অধিকার (*due process rights of the accused*) যাতে যেসব আ"ত্মর্জাতিক আইনে বাংলাদেশ স্বাড়গর করেছে সেগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, সেজন্য আইন ও বিধি সংশোধন করা*
- *বাংলাদেশ সংবিধানের ৪৭(ক) অনুচ্ছেদ বাতিল করা যাতে আসামীরা মৌলিক অধিকারের সুরড়্গা প্রদানকারী সংবিধানের ৪৪ অনুচ্ছেদ নিজেদের অধিকার রড়্গায় প্রয়োগ করতে পারেন*
- *বিচার শুরম্নর আগে, চলাকালীন ও পরবর্তী সময়ে আক্রা"ত্ম ব্যক্তি এবং সাড়্গীর প্রয়োজনীয় সুরড়্গা ও সহায়তার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য বিচার শুরম্ন হওয়ার বেশ আগে সুরড়্গার জন্য একটি ভাল পরিকল্পনা প্রণয়ন*
- *একটি বিবাদী কার্যালয় (*defence office*) প্রতিষ্ঠা করে এর মাধ্যমে বাদী ও বিবাদী উভয় পড়্গের জন্য "সমান অস্ত্র" (*equality of arms*) প্রয়োগের অধিকার এর নীতি স্বীকার ও বাস্ত্মবায়ন করা*
- *আইনজীবী ও বিচারকরা যাতে ট্রাইব্যুনালের বিচারিক সীমার আওতাধীন মামলাগুলোর পরিচালনা ও নিষ্পত্তি প্রয়োজনীয় দড়্গতার সঙ্গে করতে পারেন সেজন্য তাঁদের উপযুক্ত সামর্থ্য তৈরি করা*

এছাড়া হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বাংলাদেশ সরকারকে এ ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোনো আদালতে আসামীকে মৃত্যুদ- না দেওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বিশ্বাস করে মৃত্যুদ- অনিবার্যরকমের নিষ্ঠুর ও অস্বাভাবিক একটি শাস্ত্মি যা এটি মানুষের মৌলিক অধিকারকে লঙ্ঘন করে। তাই এ সংস্থা মৃত্যুদ- লোপের পড়্গে আহ্বান জানায়।

"বাংলাদেশের সরকার বীভৎস অপরাধ বিচারের উদ্দেশ্যে দেশীয় যে ট্রাইব্যুনাল গঠনের উদ্যোগ নিয়েছেন তা আ"ত্মর্জাতিক পরিসরে মূল্যবান দৃষ্টা"ত্ম সৃষ্টির সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে।" বলেছেন অ্যাডামস। "কিন্তু আইন ও কার্যপ্রণালীতে প্রয়োজনীয় সংশোধন না আনা হলে এ প্রক্রিয়া আ"ত্মর্জাতিক পরিসরে ন্যায়ভিত্তিক বিচারের যে মানদ- রয়েছে তা মেটাতে সমর্থ না-ও হতে পারে। এর ফলে এ প্রক্রিয়া বাংলাদেশ ও আ"ত্মর্জাতিক ড়্গেত্রে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে পারবে না। আর এর ফলে লাভবান হবে শুধু যারা সেসময় এসব জঘন্য কর্মকা-ের সঙ্গে জড়িত ছিল। সরকার ও ট্রাইব্যুনাল এ সমস্যা সহজেই সমাধান করতে পারে যদি তাদের সে সদিচ্ছা থাকে।"